Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৫ আগস্ট, ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ২৪ আগস্ট, ২০১৫, সোমবার, ৬ ভাদ্র, ১৪২২

লাঠি, বোমা, বন্দুক দিয়ে
এস.এফ.আই-কে শেষ করা যাবে না

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ আগস্ট : এস.এফ.আই-র ৩৪তম জেলা সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশে সংগঠনের রাজ্য নেত্রী মধুজা সেন রায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকারের প্রশ্নে, অধ্যাপকদের একে একে ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রশ্নে, পুলিশের লাঠিচার্জের প্রশ্নে এবং শাসক দলের তাবেদারি করা এবং উপাচার্যের পদত্যাগ প্রেসিডেন্সি ছাত্রদের দাবি এস.এফ.আই সমর্থন করে। ইস্যুগুলো ছোট করে দেখে আন্দোলনকে ছোট করা ঠিক হবে না। আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়বে দুর্বার আন্দোলন। শুধুমাত্র সংসদের ছোট ঘর দখল করে বোমা, গুলি, বন্দুক দিয়ে এম.এফ.আই কে শেষ করা যাবে না। শুধু সংসদ কক্ষ নয়, এস.এফ.আই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে জায়গা করতে চায়। আজকের ছাত্র সমাবেশ সেটাই প্রমান করে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনকে পূর্ন সমর্থন জানালেও আন্দোলনের ফর্মকে কেন্দ্র করে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমর্থন করে না এস.এফ.আই। টাউন হলে ছাত্র সমাবেশে দ্যর্থহীন ভাষায় জানালেন তিনি।

জেলার প্রতিটি কলেজ ক্যাম্পাস এবং বাড়ি বাড়ি ভয় উপেক্ষা করে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সমাবেশে যোগ দেন। আজকের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ততা বুঝিয়ে দিচ্ছিলো দমবন্ধ করা পরিবেশ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কশিট কেলেঙ্কারি, ভর্তি নিয়ে দুর্নীতি প্রভৃতি থেকে মুক্তি পেতে চায় ছাত্রসমাজ।

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারদের শিক্ষায় হিন্দুত্ব এবং বাণিজ্যকরণের তীব্র নিন্দা করেন। পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউট থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গাতে তাবেদার লোক বসিয়ে শিক্ষাকে কব্জা করতে চাইছে। মোদি সরকার অথচ বাজেটে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ কমাচ্ছে।

এস.এফ.আই-র প্রাক্তন ছাত্র নেতা জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার বলেন, পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য নামিয়েছে শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনী। এস.এস.সি, টেট, পি.এস.সি সমস্তক্ষেত্রে দুর্নীতি, মেধার কোনো দাম নেই। টাকা থাকলেই চাকরি মিলছে। তিনি বাম আমলে ছাত্র আন্দোলন এবং চার বছরের শাসক দলের গুণ্ডামিকে এক করে দেখার তীব্র নিন্দা করেন। বাম আমলে কলেজ সংসদ একসময় ছাত্র পরিষদ এবং এস.এফ.আই জেলাতে সমান সমান ছিল। এখন জেলার সমস্ত সংসদই ভোট না করে বোমা, গুলি দিয়ে দখল করছে।

এস.এফ.আই জেলা সম্পাদক দীপঙ্কর দে জানান, আগামী ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়বে না এস.এফ.আই। এবার প্রতিবাদ থেকে প্রতিরোধ হবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি সুব্রত সিদ্ধান্ত। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র নেতা আইনুল হক, অপূর্ব চ্যাটার্জী, দেবজ্যোতি দাস প্রমুখ।

বৈকাল ৩টায় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। সম্মেলন চলবে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত।

এদিন টাউনহলে প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক দেবজ্যোতি দাস, সম্মেলনে ২৬টি লোকাল কমিটি থেকে ৩০০ প্রতিনিধি ও দর্শক উপস্থিত হয়েছেন। সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন দীপঙ্কর দে। সম্মেলনকে সফল করার বার্তা দিয়ে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই এফ আই-এর জেলা সম্পাদক পরেশ মণ্ডল।

প্রতাপপুর গ্রামে সশস্ত্র তৃণমূলিদের হামলা, শ্লীলতাহানি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ২৪ আগস্ট : গ্রাম থেকে পুলিশ পিকেট তুলে নিতেই এদিন সকাল থেকেই তৃণমূল বাহিনী হামলা চালালো প্রতাপপুর গ্রামে। সি পি আই(এম) সমর্থকদের ওপর আক্রমণ, বাড়ি ভাঙচুর করে লুঠপাট চালায়। মহিলাদের উপর শ্লীলতাহানি ও মারধর করা হয়। সশস্ত্র তৃণমূলিদের হামলায় আবিজার মির্জা, রবিউল সেখ, ঝর্ণা বিবি, গুলশন বিবি মারাত্মক জখম হয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আবিজার মির্জার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আউশগ্রাম থানার ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে একমাত্র ভালকি গ্রাম পঞ্চায়েত সি পি আই(এম) পরিচালিত। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকেই ভাল্কির সি পি আই(এম) নেতা সুকুমার বাউরি ও যুবনেতা অরূপ মির্দাকে বার বার খুনের চেষ্টা করে তৃণমূল কংগ্রেস। গরিব মানুষের ওপর এই আক্রমণ নামিয়ে আনার জন্য গোটা ভাল্কি এলাকা এখন উত্তপ্ত। সি পি আই(এম) বর্ধমান জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তিনি হামলায় যুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন।

আউশগ্রামের প্রতাপপুরে তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের হামলায় গুরুতর আহত আবিজার মির্জা(৫৮), ঝর্ণা বিবি(৭০), রবিউল(৪৪) এবং গুলসন বিবি(৪৫) বর্ধমান মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন।

সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে জেলা জুড়ে প্রচার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণসভা, পদযাত্রা, সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

জামালপুর : ১৭ আগস্ট জামালপুর দোলর ডাঙার মাঠে ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কয়েক হাজার মানুষ এক বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত হন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ নেতা সুকান্ত কোঙার। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে দেশের খনিগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে যাচ্ছে। হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। সরকার আইন করছে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার স্বার্থে, ফলে ছাটাই বাড়ছে, শ্রমিকদের মজুরি কমছে, বেকারী বাড়ছে।

অন্যদিকে ১০০ দিনের কাজে রাজ্যের শাসক দল ব্যাপক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছে। টাকা খাওয়ার জায়গা দখল করতে গিয়ে তৃণমূলের হাতে খুন হচ্ছে তৃণমূলের লোকজনই। তিনি বলেন, দেশের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে বেকারির বিরুদ্ধে, শ্রমিক কৃষকদের স্বার্থে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কালনা : ২০ আগস্ট সিঙ্গার কোনো বাজারে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দুর্গা হাঁসদা, রাহুল গুহ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বক্তারা বলেন, ২ সেপ্টেম্বর কোনো শিক্ষক স্কুলে যাবেন না। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবীকার লড়াইয়ে তারাও সেদিন পথেই থাকবেন। কোন রক্তচক্ষুই সেদিন শিক্ষকদের এই সংগ্রাম থেকে বিরত করতে পারবে না।

রানিগঞ্জ : ধর্মঘটের সমর্থনে চলছে পাড়া বৈঠক, মিছিল, জাঠা, সভা। ২২ আগস্ট রানিগঞ্জের সবত্র ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার জাঠা বের হয়। এদিন সকালে বাঁশড়া অঞ্চলে ধামসা-মাদল সহ সুসজ্জিত প্রচার জাঠা বের হয়। জাঠার সূচনা করেন সি আই টি ইউ জেলা সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী। এদিন বিকালে সিয়ারশোল থেকে একটি জাঠা বের হয়ে রানিসায়রে পৌঁছায়। জাঠা শেষে ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে সমাবেশ হয় বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ রাজ্য নেতা পার্থ মুখার্জী। সভাপতিত্ব করেন নারান বাউরি। তেরাট, চেলোক অঞ্চলে শহরের কুমার বাজার , হীলবাতী রাজার

—এরপর চারের পাতায়

রানিগঞ্জ

প্রশাসনের বিভিন্ন তুঘলকি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিশাল মানুষের জমায়েত

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ডকে সিটি বাসস্ট্যাণ্ড হিসাবে অবিলম্বে চালু করতে হবে। বর্ধমান শহরের ৩০ কিমি ব্যাসার্ধের মধ্যে যে বাসগুলি চলাচল করে সেই বাসগুলি তিনকোনিয়া বাসস্ট্যাণ্ড হতে ছাড়ার পরিকল্পনা ও পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। বাইপাশ ও জি টি রোড-কে কেন্দ্র করে সার্কুলার বাস সার্ভিস চালু করতে হবে। রেলওয়ে ওভারব্রিজের সঙ্গে সংযুক্তকারী চারটি উড়ালপুলের কাজ অবিলম্বে শুরু করতে হবে প্রভৃতি ৬ দফা দাবিতে ১৯ আগস্ট সি পি আই(এম)-এর বিক্ষোভ সমাবেশে বিরাট জমায়েত হয় পার্বতী মাঠে।

কে না এসেছেন? শহরের ব্যবসাদার, রিক্সা শ্রমিক, টোটো চালক, রায়নার দোকান কর্মচারী, খণ্ডঘোষের নিত্যযাত্রী, মেমারির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, গলসির ধান্য ব্যবসায়ী, সদরের কৃষক, ভাতারের সবজি ব্যবসায়ী সহ হাজার হাজার মানুষ। প্রশাসন কার্জন গেটে সভা করার অনুমতি না দিলেও জেলাশাসকের সঙ্গে দাবিগুলি নিয়ে আলোচনা করেন ৬ জনের একটি প্রতিনিধিদল।

বিক্ষোভসভায় বক্তব্য রাখেন সি পি আই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য অমল হালদার, প্রাক্তন সভাধিপতি উদয় সরকার। প্রতিনিধিদলে ছিলেন প্রাক্তন পুরপতি আইনুল হক, প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক, প্রাক্তন বিধায়ক সুভাষ মণ্ডল, বিধায়ক বাসুদেব খাঁ, নবীন বাগ, অর্পণা সাহা প্রমুখ।

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা ২০১৫

প্রকাশিত হবে মহালয়ার আগেই অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে

- ☐ আপনিও পাঠাতে পাড়েন আপনার মূল্যবান প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণবৃত্তান্ত ।
- ☐ কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- ☐ জেরক্স বা কার্বন কপি বিবেচনাযোগ্য নয়।
- ☐ সরাসরি আমাদের email-এ লেখা পাঠাতে পারেন। তবে হার্ড কপিও পাঠাতে হবে। লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩১ আগস্ট।

email:
weeklynatunchithi@gmail.com
dinesh.jha09@gmail.com

সম্পাদক
নতুন চিঠি
৬২ বি সি রোড, বর্ধমান -১

নতুন চিঠি

২৪ আগস্ট, ২০১৫

লাল বনাম নীল-গেরুয়া

নীল-গেরুয়া বন্ধনের আর এক প্রমাণ মিললো কোলকাতার 'বন্ধন' ব্যাঙ্কের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার দু-নম্বর মন্ত্রী অরুণ জেটলির ভাষণে। নীল আর সাদা এ রাজ্যের তৃণমূল দলের পতাকার রঙ না হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি রঙ বলা যেতে পারে। কোলকাতা সহ সারা রাজ্য এখন নীল-এ নীল। বন্ধন ব্যাঙ্কও নীল রঙের ব্যানারে শহর ভরে দিয়েছে। নীলের এই সমারোহ স্বভাবতই নজর কেড়েছে গেরুয়া দল বিজেপির এই নেতা ও মন্ত্রীর। উভয়েরই প্রতিপক্ষ লাল রং, যা সি পি আই(এম) তথা বামপন্থার প্রতীক। শ্রী জেটলির বক্তব্যে কার্যত স্পষ্ট হয়ে গেল যে সি পি আই(এম) তথা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে নীল ও গেরুয়া একই বন্ধনে আবদ্ধ।

কী বললেন শ্রী জেটলি? তিনি বললেন, কোলকাতা শহরটা তিনি দেখলেন নীল রং-এ ছেয়ে গিয়েছে। আগে দেখা যেতো শুধুই লাল রঙ। লালের চেয়ে নীল যে কত ভালো তা বোঝাবার জন্য তিনি বললেন, লালের আমলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প হয়নি, শিল্প মরে গেছে বা অন্যত্র চলে গেছে। কিন্তু নীল এখন দেখা দিয়েছে, শিল্পায়ন ও অর্থনেতিক অগ্রগতির প্রতীক হিসাবে। প্রসঙ্গ 'বন্ধন' ব্যাঙ্ক হলেও এই সার্টিফিকেট যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকেই দেওয়া হলো, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। দু-দিন আগেই নবান্নে এসে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু রেল প্রকল্পগুলিতে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন। এবার জেটলির সার্টিফিকেট—লাল আমলে যে শিল্প চলে গিয়েছিল, এবার নীলের হাত ধরে নাকি তা ফিরে আসছে।

ঠিক একবছর আগে জেটলি কোলকাতায় এসে তৃণমূল সরকারের তীব্র সমালোচনা করে গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে তীব্রতর সমালোচনা করে গেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতা অমিত শাহ। এবার তাহলে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রকে পাশে বসিয়ে কোন বার্তা দিতে চাইছেন অরুণ জেটলি—নীল-গেরুয়া বন্ধনের বার্তাই তো?

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২০ আগস্ট : সি পি আই(এম) পার্টি দরদী চন্দন পালিতের জীবনাবসান হয়েছে। বৃহস্পতিবার কালনার চকবাজারের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৬৩ বছর। অকৃতদার চন্দন বাবুর বৃদ্ধা মা এক বোন বর্তমান। তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই ক্যানসারে ভুগছিলেন। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী তথা সি পি আই(এম) নেতা ভুজেন পালিতের সম্পর্কে ভাইপো ছিলেন চন্দন পালিত। কালনায় সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভুজেনবাবুর বিশেষ ভূমিকা ছিলো। ফলে সত্তর দশকের আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের যুগে গোটা পালিত পরিবারটিই কংগ্রেসি আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী, কেশব ঘোষ, তাপস দাস, সুকুল শিকদার, করুণা ভট্টাচার্য প্রমুখ। কালনা শ্মশানঘাটে শেষ কৃত্য সমাধা হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. জাপান সরকার প্রচার করেছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন? কোন দিনের কথা বলা হয়েছিল?
২. আফগানিস্তান কবে কার শাসনমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? এই দেশের জাতীয় প্রতীক কী?
৩. বাংলা অক্ষরে পশ্চিমবঙ্গের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' থাকবে কবে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়?
৪. কোথায় কবে বিশ্বের ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা মিলিত হয় ইন্টার ন্যাশনাল লেবার ইউনিয়ন গঠন করেন?
৫. ম্যালেরিয়া জীবাণু কে কবে কোথায় আবিষ্কার করেন?
৬. সেনেগাল দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? বর্তমানে এই দেশের লোকসংখ্যা কত?
৭. লাতভিয়া দেশটি কোন মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়? বর্তমানে এই দেশের লোকসংখ্যা কত?
৮. সোভিয়েতের কমিউনিস্ট নেতা ট্রটস্কি কবে কার হাতে খুন হন?
৯. অস্ট্রেলিয়া দেশটি কবে কে আবিষ্কার করেন? এদেশে কবে সোনার খনি আবিষ্কার হন?
১০. প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা শম্ভু মিত্রর কবে জন্ম হয়? মৃত্যু কবে হয়েছিল?
১১. সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা পুরসভার মেয়র কবে হয়েছিলেন?
১২. ইতালিতে অবস্থিত বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি ভিসুভিয়াস প্রথম কবে বিস্ফোরিত হয়েছিল? মোট কত বার এই আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছিল? শেষ কবে জেগে ওঠে?

(উত্তর শেষের পাতায়)

এস.এফ আই-এর ৩৪তম সম্মেলন উপলক্ষে সেমিনার

শিক্ষায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একসঙ্গে লড়তে হবে—শুভঙ্কর চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ আগস্ট : এই সময়ে খাদ্য, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সর্বত্রই নজিরবিহীন আক্রমণ নেমে এসেছে। নিরাপদে চলার অধিকার যেমন খর্ব হয়েছে এ রাজ্যে, তেমনই শিক্ষাক্ষেত্রে আক্রান্ত ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীও। শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও স্বাধিকার পদদলিত। তাই ২৭ আগস্ট নবান্নে জনপ্লাবন নামিয়ে দিন। ২৩ আগস্ট বর্ধমানে এক সেমিনারে একথা বলেছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শুভঙ্কর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, গণতন্ত্র আক্রান্ত হলে শুধু আমি নয় কেউ নিরাপদে থাকতে পারবে না।

এদিন এস.এফ.আই-এর বর্ধমান জেলা ৩৪তম সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে 'শিক্ষায় স্বাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা' শীর্ষক এক আলোচনাসভায় অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর যেভাবে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে তাতে স্পষ্ট হিটলারের মতই কাজ করছে এই সরকার। হিটলার যা বলবে তাই হবে। যে কোনো শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তা অনুমান করতে পারবে। হিটলার শিক্ষায় গণতন্ত্রের স্বাধিকার খর্ব করে ৮ বছর শিক্ষার ক্ষতি করে গেছেন জার্মানিতে। তা পূরণ করতে বহু বছর সময় লেগেছিল। তেমনই আমাদের রাজ্যে ৪ বছরে শিক্ষায় যা ক্ষতি হলো তা সংশোধন করতে বহু বছর লাগবে। হিটলার যেমন প্রকাশ্যে লুম্পেনদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন আজকে তেমনি রাজ্য তৃণমূল সরকারও মদত দিচ্ছে তাদের। অধ্যক্ষকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। চুরির মামলায় জেলে ভরে দিচ্ছে। এই হল হিটলারি ফরমানের নজির। ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি বাজছে রাজ্যে।

স্যার আশুতোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং জননেতা জ্যোতি বসুর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, এই তিন ব্যক্তি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে গণতন্ত্র রক্ষার ডাক দিয়েছিলেন স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে। আজকে সেই ডাক দিতে হবে বামফ্রন্টের নেতৃত্বকে। বামফ্রন্ট শিক্ষায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার নজিরবিহীন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। মাত্র ৪ বছরে সমস্ত ভেঙে খানখান করে দিল, যা ঠিক করতে কয়েক দশক সময় লাগবে। কংগ্রেস আমলেও শিক্ষার উপর আক্রমণ হয়েছে, কিন্তু তার পরিকাঠামো আজকের মতো ভেঙে পড়েনি।

রাজ্যের সরকার নজিরবিহীনভাবে আক্রমণ নামিয়ে এনেছে শিক্ষায়। ছাত্র ও পরিবারের উপরও। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে গেলে অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন থাকেন কখন ফিরবে সন্তান। সব গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষকেই শিক্ষার উপর আক্রমণ প্রতিরোধ ও স্বাধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করতে হবে। শুধু বলে গেলে হবে না লড়াইয়ের ঐতিহ্য খুঁজে এই অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে। আমাদের শিক্ষায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ৭ থেকে ৭০ বছর বয়সী প্রত্যেককে হাতে হাত ধরে লড়াই করতে হবে। প্রত্যেক স্তরে গড়ে তুলতে হবে প্রতিরোধ-বাহিনী। তবেই শিক্ষায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে। সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরি নেই। স্বৈরাচারের অবসান হতে চলেছে বলে দৃপ্ত কণ্ঠে জানালেন প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

আলোচনাসভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, কালিশঙ্কর পাল, অংশুমান কর, বিনোদ ঘোষ, জহর মুখার্জী প্রমুখ বিশিষ্টরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি এস.এফ.আই-এর প্রাক্তন ছাত্রনেতা আইনুল হক। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি অভিযোগ করেন সভা করার জন্য আমরা হল পাচ্ছি না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই দেওয়া হচ্ছে না। সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহের এই সময় তিনগুণ ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। তাই ছোটো হলে সভা করতে হচ্ছে। ১৯৮৬ সালে এস এফ আই-এর জেলা সম্মেলন হয়েছিল, আর ২০১০ সালে এস এফ আই-এর রাজ্য সম্মেলন হয়েছিল। ২৯ বছর পর আবার জেলা সম্মেলন হচ্ছে। তিনি বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য চলছে। কলেজ-শিক্ষক কলেজের আধিকারিকদের হেনস্থা করছে, বহু ছাত্রের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, বহু ছাত্রকে খুন করেছে তৃণমূলের ছাত্র-পরিষদ নামধারী দুষ্কৃতীরা। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য বন্ধের জন্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, ছাত্র প্রত্যেককে এক হয়ে লড়ার আহ্বান জানান তিনি।

এই সেমিনারে লায়ন্স ক্লাবের দুটি হলই পূর্ণ ছিল। বাইরেও বহু মানুষ দাঁড়িয়েছিলেন।

বিমা কর্মচারী সমিতির চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২২ আগস্ট : সার ভারত বিমা কর্মচারী সমিতি বর্ধমান-এর দু-দিন ব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সম্মেলন বর্ধমান রেলওয়ে রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সারা ভারত বিমা কর্মচারী সমিতির সর্বভারতীয় সভাপতি আমানুল্লাহ খান। উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, ক্ষমতায় আসার পর মোদি সরকার যে দ্রুততার সঙ্গে বিমা, রেল, প্রতিরক্ষা এবং নয়া পেনশন তহবিলের ব্যবস্থাপনায় সরাসরি বিদেশি লগ্নি অনুমোদন দিয়েছে তা দেখে ভারতের উদারনীতির প্রবর্তক কংগ্রেস দলও লজ্জা পেয়েছে। বিমা কর্মচারীরা বে-সরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই আন্দোলনকে শেষ করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের আরও সতর্কভাবে এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জহরলাল মুখোপাধ্যায়, প্রণব আইচ, সমিতির সম্পাদক সজল রাজা। উপস্থিত ছিলেন জয়ন্ত মুখার্জী, অমিতাভ ঘোষ, রণজিৎ দত্ত, বাসুদেব পাল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন দেবাশিষ ভট্টাচার্য।

বর্ধমান বীরভূম থেকে ১২২ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর ১৮ জন আলোচনা করেন। সম্মেলনমঞ্চ থেকে সভাপতি দেবাশিষ ভট্টাচার্য, সম্পাদক সজল রাজা, কোষাধ্যক্ষ কালী মিত্র নির্বাচিত হন।

অন্য সংস্কৃতি

ইঁট পাথরের হাঙ্গামা

তপোময় ঘোষ

দুপুরের ভাতটা আজ বেশ মৌজ করেই খাবে ভেবেছিল বাবন রায়। পগা বাউরির জালে বেশ ক'টা বড় গলদা চিংড়ি উঠেছিল রাত্রে। সকালে বাজারে বেচতে যাচ্ছিল সে। আর তখনই মাঝপথে তাকে আটকে মাছ ক'টাকে ক্যারিতে পুরে মোটরবাইকের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়েছিল বাবন। বড় প্রিয় খাদ্য তার। বউকে বলেছিল মালাইকারি রাঁধতে।

আধখেপি গাঁইয়া বউ পেরেছে কিনা জানে না, কিন্তু চিংড়ির বাটিটা পাশে নামানো আছে। আস্তে আস্তে চিংড়ির দিকে যাত্রা করছিল তার গেরাসগুলি। ঠিক এমন সময়ে মোবাইলে রিং। ট্র্যাক্টরের ড্রাইভার গোবরা। ইঁটভাটার মাটি বইতে পাঠিয়েছে বাবনই।

—হ্যাঁ, বল ...। কে? বিভূতি খাঁড়া? সামনে দাঁড়িয়ে আছে? পাশ কাটিয়ে চলে আয়। হ্যাঁ, গাড়ি নিয়েই। তেমন হলে শালাকে চাপা দিয়েই চলে আয়। ফোনের সুইচ অফ করে গজ গজ করতে করতে সে খেতে বসল কিন্তু চিংড়ির আমেজ সে পেল না। বউটার রান্নার গতিকে, নাকি বিভূতি খাঁড়ার ঔদ্ধত্যের খবরে তা আপাতত জানা গেল না।

তবে এটা আমাদের সবার জানা আছে যে, বাবনের 'সূর্য মার্কা পগমিলের ইঁট বাজারের সেরা। অন্তত বিজ্ঞাপনের ভাষা তাই বলে। শুধু বিজ্ঞাপন নয়, এমনিতেই সত্যিই ভালো ইঁট বানায় ওরা। যদিও অগ্রদ্বীপে ভাটা, তাই গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে ইঁট তৈরি বলেই লোকে ভাটা, তাই গঙ্গার পলিমাটি দিয়ে ইঁট তৈরি বলেই লোকে জানে। সে মাটি আসছে বিভূতি খাঁড়ার ভুঁই মাড়িয়ে আমিনের ডাঙা থেকে। শিমূলতলার চারপাশে যে উঁচু টিলার মতো ডাঙাটা ছিল সেটা কেটে কেটে মাটি আনবে বলে কিনে নিয়েছে বাবন রায়রা। পথে শুধু ক'বিঘে ফসলের জমি।

আমিনের ডাঙা থেকে বড় রাস্তায় উঠতে গোবরার গাড়িকে বেশ কয়েক বিঘা জমির ফসল মাড়িয়ে রাস্তা, মানে অন্তত লিক করতে হবে। ইঁটভাটার ব্যবসায় এতদিন যে লাভ ছিল, এখন আর তার অর্ধেকও নেই। দেশে একশ দিনের কাজের দৌলতে লেবারদের মজুরি বাড়াতে হয়েছে। তার ওপর মাটি কেনা। আগে মাটিও কিনতে হতো না। লোকে উঁচু জমির মাটি ছেড়ে দিত। উঁচু জমিতে জল থাকতো না, চাষ হতো না। ফলে চার আঙুল ডীপ করে কেটে নিলে চাষিদেরই উপকার হতো।

এখন মাটি কেনো, পথে ফসল থাকলে তাও কেনো। সব জায়গায় পয়সা দিতে দিতে ভাটার মালিকের অবস্থা কাহিল। গোবরা যে খবর দিল, তাতে বিভূতি খাঁড়ার মাত্র তিন কাঠা জমি। যাদের বেশি বেশি জমি, তাদের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, যত পাকামো ওই গরিব বিভূতিটার!

চাপা পড়েও মরেনি শালা। হাসপাতালে ভর্তি করেছে মাঠের লোকজন। বাবন তাকে আপেল আঙুর নিয়ে দেখতে যাবে। গোবরার গুস্টি তুলে হদ্দমুদ্দো গাল দেবে। রাজনীতির শেষ বিষ ঢালবে হাসপাতালের বেডের পাশে দাঁড়িয়ে। মাথায় হাত বুলিয়ে ওদিকে প্রপার চ্যানেলে বি এল এল আর ও অফিস থেকে নতুন ইঁটভাটা খোলার পারমিশন নিয়েছে পাড়ার ছেলে অসীম। বাবনের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী। একই পার্টির ছেলে হওয়ায় মুশকিল। এক পার্টি অফিসে সন্ধ্যেবেলায় ঠেক নিতে হবে। মুখে হাসি নিয়ে সম্পর্ক ধরে রাখতে হবে। তারপর বেশি পাকামি করলে ও শালাকেও চাপা দিতে হবে।

চম্পকদা বলে দিয়েছে, যাকে যখন মন হবে চাপাবি মানে মারবি, সরিয়ে দিবি মানে খুন করবি। আমি আছি, থানা পুলিশ আমার হাতে। আমি ঠিক পুরনো হার্মাদদের আসামি করে দেব। বিনিময়ে ওকে কিছু দিতে হবে। সে তো এখনও দিতে হচ্ছে। হয়ত আর একটুকু বাড়াতে হবে। সে একচেটিয়া ব্যবসা করতে গেলে একটু তো করতেই হবে। বাবনের মনে হয়েছে চম্পকদাই দিদির বেশি কাছাকাছি। সুতরাং ওকে ধরে থাকাই ভালো।

দুই

অসীমের জামাইবাবু বলাই পান অফিসে থাকায় ইঁটভাটার বৈধ পারমিশন ছাড়াও অজয়ের বালি খাদানের ডাকটাও পেয়েছে। আবার ইঁটভাটার সাইটটা ওই নদীর ধারে হওয়ার সুযোগটাও যোগ করে ফেলছে সে। শুধু বি এল অ্যান্ড এল আর ও অফিস নয়, অনেক দপ্তরে ঢালতে হয়েছে টাকা। ব্যবসায়ে নামার আগেই যে এত টাকা ঢালতে হয় জানত না অসীম। দিদির আমল বলে যে শুধু হাতে বিনাপুঁজির ব্যবসা করে খাবে, এমন ধাতের ছেলে নয় পালবাড়ির অসীম। সে রাজনীতি করলেও তোলা তুলে মস্তি করবে না। আবার কাউকে তোলা দেবেও না।

আর এই তোলা দিতে হবে বলেই বেশ তোড়জোড় করে মিটিং-এ মিছিলে যায় অসীম। বিগত তিন বছর ধরে যেখানে যত বাইক-মিছিল হয়েছে, সবগুলোতেই গাড়ি নামিয়েছে সে। তমালদা বললে, না করতে পারে নি। তমালদা ভাল ছেলে। শুধু শুয়োরের বাচ্চা চম্পকটা ওকে উঠতে দিল না। নইলে একসময় চম্পকের চেয়ে তমালদার র‍্যাপোর্ট অনেক ভাল ছিল ওপর মহলের।

তমালদাদের প্রোমোটিং-এর অনেক পুরনো ব্যবসা। পতিত জায়গা-জমি তো বটেই, পুকুর-খানা খন্দ, এমনকি পুরনো বাড়ি কিনে বা অন্য কোনো উপায় দখল করে, সেখানে বহুতল তুলে বহু লক্ষ টাকায় হস্তান্তর। এ তো এ যুগের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত আধাশিক্ষিত বেকার যুবকদের করে কম্মে খাবার একটা বড়া অবলম্বন। তা নিন্দনীয় হতে যাবে কেন? অবৈধ ভাবে কিছু না করলেই হল। তমালদার দাবি তারা অন্যায়ভাবে কোনো কিছুই করছে না। যে সমস্ত জায়গা জমির মালিকরা জায়গা জমি দিচ্ছে, তারা রীতিমতো পয়সা, ভালো পজিশনের একটা দুটো ফ্ল্যাটও নিচ্ছে। তাদের তো কোনো লোকসান নেই, বরং দু'দিক থেকে লাভ। কেন যে লোকে প্রোমোটরদেরকে খারাপ কিছু ভাবে কে জানে!

তমালরা একসময় বাবন রায়ের ইঁট কিনতো। ওর ইঁট সত্যিই ভাল। ছিল আরো অনেকগুলো সুবিধা। তমাল একসময় ভেবেছিল ইঁটটা বাবনের কাছ তেকে আর অজয়ের বালিটা অসীমের কাছ থেকেই কিনবে। কিন্তু পার্টির নেতারা বলে দিয়েছে নির্দিষ্ট সিণ্ডিকেটের কাছ থেকেই কিনতে হবে। তামাল শুধু বলেছিল, বেশ তো, আমরাও তো বেশ ক'জন আছি, সিণ্ডিকেট গড়ে ফেলছি। কথাটায় দাদারা সন্তুষ্ট হয়নি। কারণ ওই দাদাদের নিজেদেরও তো নির্দিষ্ট সিণ্ডিকেট আছে।

এই ক'বছরে তমাল লক্ষ করেছে, যারা দিদির বা তার অনুগত ভাইদের বেশি কাছাকাছি তারা আর টাকা ঢেলে, খাটিয়ে সিণ্ডিকেটের ব্যাবসাও করছে না। সরাসরি দাপট দেখিয়ে টাকা, মানে তোলা তুলছে। ব্যক্তি মালিকানায় নিজস্ব উদ্যোগে যারা ঘর বাড়ি করছেন তাদের কাছে, যারা প্রোমোটার তাদের কাছে, এমনকি পার্টির ছেলে যারা সিণ্ডিকেট করেছে, তাদের কাছেও হাত কাটা ভোলারা তোলা তুলছে। এসব দেখে তমাল অনেকটা সরে এসেছে। কিন্তু চম্পকের এত বাড়বাড়ন্ত তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন।

তিন

রসুইয়ের বালিঘাটে আজ দু'জন মরেছে। অঘটন ক'দিন ধরে এলাকায় ঘটছে। চাপা, অ-চাপা সব উত্তেজনাই পূর্ণমাত্রায় ছিল। পুলিশ জানত। কিন্তু চম্পক না তমাল কে বেশি দিদির কাছাকাছি তা না জেনে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। ফলত মরেছে দুটো গরিবের ছেলে, বাবনের ড্রাইভার গোবরা, আর অসীমের ডান হাত লাল্টু বাউরি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নাম দিয়ে মিডিয়ায় খবর হচ্ছে। আর চম্পক থানায় বসে বড়বাবুর সামনে ঘুঁটি সাজাচ্ছে। কোন কোন হার্মাদ এখনো সক্রিয় আছে, তাদের নামে খুনের কেস দাও। পাওয়া গেল বিভূতি খাঁড়া, আর রমেন মেটেকে। দিয়ে দাও তিনশো চার, সাত। এসব যা যা আইনে আছে। এলাকা আমাদের। আমরা সামলাবো আপনি শুধু সাজিয়ে লিখুন। কেস ডায়েরি না কি যেন ... সি ডি।

হতভম্ব বড়বাবুকে ধমক দিয়ে সম্বিৎ ফেরায় চম্পক। তিনজন কনস্টেবলকে স্পটে পাঠায় বডি তুলে আনতে। চম্পক থানাতেই সিগারেট ধরায়। এসময় তমালের লোক থানায় আসে। চম্পক উঠে একটু বাইরে আসে। শুনবে, ওরা বড়বাবুকে কী বলে ... থমথমে এলাকার সন্ধ্যার পার্টি অফিস গমগমে। চম্পক আর তমালকে নিয়ে বসবেন জেলার ভারপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক। দু'পক্ষের কেউ এখনো আসেনি। কিন্তু নেতা এসেছেন। উপযুক্ত সহচর পার্ষদরা। তাঁরা প্রয়োজন মতো ফোন করে একে ওকে ডাকছেন।

আসছেনও দু'একজন। আবার কানে অন্য কথাও আসছে। পাড়াটা অন্যরকম। আগে একদম হার্মাদদের ঘাঁটি ছিল। ওদেরই তৈরি এ পার্টি অফিস। বলা যেতে পারে এগারো সালে জেতার পর দখল করা হয়েছিল। তাই পাড়ার লোকজন বাধ্য হয়েছিল ছেড়ে দিতে। কারণ ওদের অনেকে তখন সত্যিই পরিবর্তন চেয়েছিল। এখন ...

তারা এবার পরিবর্তনের পরিবর্তন চাইছে না কি কে জানে। কেউ তো আর ওদের সঙ্গে মেশে না। পর্যবেক্ষক প্রমাদ গুনছেন। ওই তো ওইদিক থেকে একটা আধলা ইঁট অফিসের সামনে পড়লো। ঘনা বলল, দাদা, ইঁট পড়ছে। রঘু বলল, এতো বাবন রায়ের সূর্য মার্কা ইঁট রে ...

উল্টো দিকে তখন পাথর হাতে কয়েকজন দ্রুত আসছে। পাথরই তো পাটকেল! ঘনা বলল, পাথরে তো কারও নাম নেই। কী করে বুঝবি? রঘু বললো, এটা সিওর অসীমের। পর্যবেক্ষক দাদা বললেন, চ পালিয়ে বাঁচি ...

জ্যোতি বসু স্মরণে

নক্ষত্রের লাল চাঁদ

দ্বারকানাথ দাস

নীলদিগন্তে ঝলমলে আকাশ,
জ্যোৎস্নার চাঁদ, নক্ষত্রের মাঝে,
একটি উজ্জ্বল লাল তারা,
চাঁদের আলোর মাঝে উকি মারে,
লক্ষ চেতনার নানান রঙে বনস্পতি।

শিশির ভেজা ফুলের সমারোহে
সে পথের সাথী লাল সূর্যকে সাক্ষী রেখে
ঝুমুর গানে, ভাটিয়ালী সুর ওঠে।
লাল পতাকায় শ্লোগানের শব্দ জয়ধ্বনী।
জনজোয়ারে জাগায় বিপ্লবের আহ্বান।
চাঁপা ফুলের সুবাসে
ভরিয়ে তোলে বাংলার মাটঘাট।

শ্রমজীবী মানুষের চেতনা ফুটে ওঠে।
কলকারখানা মাঠে ময়দানে
মানুষের পাশে, মানুষের সঙ্গে
ভাব আর ভাবনার নতুন সকাল।
মাটির টানে, হৃদয়ের টানে আলিঙ্গণে।

আঁধার কালরাত্রি শেষের প্রতিক্ষায়।
তোমার চেতনার রঙে মুক্তির প্রভাত।
এ পথ তোমার গোধূলি আল্পনা আঁকে।
আমরা আছি তোমার দেখানো পথেই।

চব্বিশ বছর

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

চব্বিশ বছর আগে
ক্রিকেটের ভগবান
মর্ত্যধামে এসেছিলেন ...
গোপাল তখন ছক্কা হাঁকাত চ্যালা
কাঠের ব্যাটে,
হাঁদু কাগজ পাকানো সুতলি
জড়ানো বলে
ঝড়ের বেগে তেকাঠি ফাঁক
করতো, লাফঝাঁপে
আকাশ থেকে নেমে আসা বল
তালুবন্দি করতো
তিনু; আমার ছেলেবেলার ভগবানেরা।

চব্বিশ বছরে ...
গোপাল মিথ্যে খুনের মামলায় আসামী;
তৃতীয় বিচারকের তর্জনীর অপেক্ষায়
ঝুলে আছে বাঁচা-মরা।
হাঁদু স্নায়ুরোগে পক্ষাঘাতে জীবন্মৃত
বিছানার আশ্রয়ে;
ঝড়ের বেগে দৌড়, হাত ঘোরানো
সে এক দুঃস্বপ্ন।
এক পা কাটা তিনু উদয়াস্ত ক্রাচ
বগলে ফিল্ডিং খাটে;
মৃতপ্রায় তবু বেঁচে আছে
ট্রেনে হকারি করে।
জীবনের টেস্ট ম্যাচে ইনিংসে পরাজিত
আমার ছেলেবেলার ভগবানেরা।
চব্বিশ বছরে
ভগবান হয়েছেন ভারতের রত্ন ...

ভেদের আগুন

দিলীপ কালিন্দী

কে তোরা ঢুকলি ঘরে
মনুষ্যত্ব নস্যাৎ করে।
সত্য মিথ্যার প্রচার তুলে
বাংলায় দিলি আগুন জ্বেলে।
সেই আগুনে পুড়ছে মাতা
পুড়ছে পিতা ভগ্নি ভ্রাতা।
যারা আজকে পরিত্রাতা
নিচ্ছে মজা পাচ্ছে ভাতা।
চারিদিকে ধিক্ ধিক্
তবু গান চিক্ চিক্
সন্ত্রাসে দগ্ধ প্রাণ
চাই সদা পরিত্রাণ
পরিত্রাণ পেতে হায়
ভেদাভেদ ভোলা চায়
ভেদের আগুন জ্বললে দেশে
কাঁদতে হবে পথে বসে।

পথে, শপথে

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

হৃদয়ে হৃদয়, সূর্যস্নান
আলোর গভীরে পথ
পথে পথে জেগে আছে
তীব্র শপথ
চিরন্তর বন্ধনে
অমৃতের গান
শপথে ও পথে পথে
প্রাণের সন্ধান।

জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ আগস্ট : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের ৩৯ তম বার্ষিক সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হয় কামনাড়ায় বর্ধমান ১ ব্লক অফিসের সভাকক্ষে। এদিন সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন পার্থ চৌধুরী, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শম্ভু কর্মকার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন শরদিন্দু ঘোষ। সম্পাদকীয় রিপোর্টের উপর ১৪ জন সদস্য আলোচনা করেন। সভায় সহ সভাপতি অভিজিৎ রায়, তপোময় ঘোষ সহ ৮৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়।

বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে জেলা প্রেস ক্লাবের আলোকচিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২০ আগস্ট, বর্ধমান : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাব আয়োজিত জেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস উপলক্ষে দু'দিন ব্যাপী এক আলোকচিত্র প্রদর্শনী হয়। ২০ আগস্ট প্রদর্শনী শেষ হয়। এই প্রদর্শনীতে অংশকারী সাংবাদিক চিত্র সেরা আলোকচিত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবু টুডু, জেলা পুলিশ সুপার কুনাল আগরওয়াল, বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সদর মহকুমা শাসক অরুণ রায়, শিল্পী বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুশল বণিক, বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি প্রবীর চট্টোপাধ্যায়। প্রকৃতিবিভাগে সুমিত ভকত, জীবন ও জীবিকায় দিবাকর নন্দী, প্রাণীবিভাগে মণিমোহন গোস্বামী, ঘটনাক্রমের ছবির জন্য সুজাতা মেহেরাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

জেলা জুড়ে কুসংস্কার বিরোধী দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৩ আগস্ট : ২০১৩ সালের ২০ আগস্ট মহারাষ্ট্রের পুনে শহরে ডা. নরেন্দ্র অচ্যুত দাভোলকার সকালে প্রাতঃভ্রমণ করার সময় দুই আততায়ী অতর্কিতে তাঁকে বুলেট চালিয়ে পালিয়ে যায়। ডা. দাভোলকার ছিলেন মহারাষ্ট্র অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, সারা রাজ্য জুড়ে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতেন। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ এই হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় এবং দিনটিকে কুসংস্কার-বিরোধী দিবস রূপে চিহ্নিত করা হয়। বর্ধমান শহর, কালনা, বুদবুদ-গলসি, কাঁকসা ও দুর্গাপুর ইস্পাত নগর প্রভৃতি এলাকায় বিজ্ঞানমঞ্চের পক্ষ থেকে যুক্তিবাদী প্রদর্শনী, আলোচনাসভা ও পথসভার আয়োজন করা হয়। এই সভাগুলিতে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সমাজের সকল অংশের মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। সভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. তুষার বটব্যাল, রামপ্রণয় গাঙ্গুলী, মনতোষ পাল, অরুণকিরণ চ্যাটার্জী, অরুন্ধতি ভাদুড়ি, আশিষ চক্রবর্তী, সেলিম মণ্ডল, তপন রায়, পরিতোষ বিশ্বাস, অমিতাভ ঘোষ, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ।

মহকুমা শাসককে পঞ্চায়েত জনপ্রতিনিধিদের স্মারকলিপি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের সংবিধানে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে। তা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বাম জনপ্রতিনিধিদের। বিডিওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও কোনো সুরাহা পাওয়া যাচ্ছে না। এই অভিযোগ তুলে বুধবার কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিলেন বাম জনপ্রতিনিধিরা। তার আগে কালনা-১নং ও কালনা-২নং ব্লকের শতাধিক নির্বাচিত বাম প্রতিনিধি কালনা মহকুমা দপ্তরের সামনে জমায়েত হয়ে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। সুশীল সিংহের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন স্বপন ব্যানার্জী, মিতালী মুখার্জী, গৌতম দাস প্রমুখ। স্মারকলিপির দাবি সনদ উত্থাপন করেন সুকুল শিকদার। দাবিগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন, বাম জনপ্রতিনিধিদের কোনো গুরুত্বই দেওয়া হয়না তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। সংসদ এলাকাগুলিতে কাজ করার সময়ও তাদের যুক্ত করা হয়না। অন্যদিকে বাম পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়। মহম্মদ শাহ, অঞ্জলী মণ্ডল, কাজি নুরুল ইসলাম, কেশব ঘোষ, বিপুল মণ্ডল, মালতী মাণ্ডির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কালনা মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিতে যান। কিন্তু জরুরি কাজের অজুহাতে মহকুমা শাসক অন্যত্র চলে যাওয়ায় স্মারকলিপি গ্রহণ করেন সেকেণ্ড অফিসার।

মেমারিতে বস্তি উচ্ছেদের চক্রান্ত ও বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২২ আগস্ট : মেমারির ৩ ও ৫ নং ওয়ার্ডের একটি সরকারি খাস জমিতে ২৫০টি পরিবার বসতি তৈরি করে গত ৩০ বছর ধরে এখানে বসবাস করে আসছেন। পূর্বতন বাম পুরবোর্ড মানুষদের জন্য একটি কমিউনিটি শৌচালয় তৈরি করে দেয়। জায়গাটির নাম মাঠপাড়া। হাইওয়ের পাশেই এর অবস্থান। হঠাৎ রাজ্য সরকারের খেয়াল হল ওখানে একটি মোটেল তৈরি হবে। গত ৮ জুলাই একটি বস্তি উচ্ছেদের জন্য একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দেওয়া হল। মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। ১৪ আগস্ট পুনরায় নোটিস টাঙিয়ে দেওয়া হল। প্রতিবাদে প্রায় ২০০ মানুষ মেমারি থানায় ডেপুটেশন দেন। ওই ওয়ার্ডের বাম প্রতিনিধিরা সঙ্গে ছিলেন। আলোচনা এবং মাপজোকের পর ঠিক হয় দুটি কালীমন্দির এবং ১২টি পরিবারকে উচ্ছেদ হতেই হবে। শৌচাগারটিও বাদ যাবে না। করুণা ক্ষেত্রপাল, কল্পনা ক্ষেত্রপাল, সেফালি দাস, দিবাকর রায়েরা অথৈ জলে—কোথায় যাবেন পরিবার পরিজন নিয়ে। জননেতা পিন্টু ভট্টাচার্য পি ডব্লু ডির বাস্তুকার সুজয় রায় মেমারি থানার ওসি রাকেশ সিং সি আই বীরেন্দ্র পাঠক সবাই বসে ঠিক হয় খুটি পোতা হবে কিন্তু পুনর্বাসন না দিয়ে একটি পরিবারকেও উচ্ছেদ করা যাবে না।

তৃণমূল নেতাকে পোষ্টে বেঁধে পেটালেন ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা

শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিপূরণের টাকা আত্মসাৎ তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২১ আগস্ট : ১৪ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো মেমারি-১ পঞ্চায়েত সমিতির বেগুট গ্রামের তৃণমূল নেতা অরবিন্দ হুই-এর বিরুদ্ধে। গত বোরো চাষে শিলাবৃষ্টিতে নবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের জন্য ১৮ লক্ষ টাকা আসে। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে নেয় অরবিন্দ হুই সহ সাত জন শাসক দলের নেতা। অরবিন্দ হুই স্বীকার করেছেন তাঁর সাথে আরো সাত জন চাষ না করে সরকারি চেক পেয়েছেন। সকলেই তৃণমূলের কর্মী ও নেতা। যে টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে পাওয়ায় কথা ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সেই টাকা খাচ্ছেন বড় ধনীরা। বিডিও, ডি.এম-কেও গ্রামের মানুষ দলবদ্ধ ভাবে গিয়ে ডেপুটেশন দিয়ে বলেছিল, তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তদন্ত হবে। কোথায় তদন্ত? বেগুট গ্রামের মানুষ এজন্য বর্ধমান-কালনা রোড একদিন ৩ ঘন্টা অবরোধও করেছিলেন।

জেলা প্রশাসন ১৯ তারিখ পর্যন্ত সময় চেয়েছিলেন। কাকস্য পরিবেদনা! কিছুই হয়নি। ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের প্রকৃত ক্ষতিপূরণ প্রাপকরা বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে রাখে তৃণমূল নেতাকে। খবর পেয়ে মেমারি থানার পুলিশ উদ্ধার করতে এলে বিক্ষোভের মুখে পড়েন গ্রামবাসীদের কাছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক রবি হেমরম, বাঁকু সাঁতরা, জয়ন্তি ক্ষেত্রপাল জানালেন চাষ করে ক্ষতি হলো আমাদের। হাতিয়ে নিল চাষ না করে তৃণমূলের দাদারা। এক কাঠা জমি চাষ না করেও সন্দীপ পাল ৭৫ হাজার, তারাপদ হাটি ৭৭ হাজার, অধীর সাঁই ৭৫ হাজার টাকা আত্মসাৎ করে।

বেগুট গ্রামে লাইটপোস্টে বাঁধা তৃণমূল নেতা অরবিন্দ হুই

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট; ২। ১৯১৯ সালের ১৯ আগস্ট, ব্রিটিশ শাসন, কাবুল, সিংহ; ৩। ২০১১ সালের ১৯ আগস্ট; ৪। বাল্টিমোরে, ১৮৬৬ সালের ২০ আগস্ট; ৫। রোনাল্ড রস্, ১৮৯৭ সালের ২০ আগস্ট, কলকাতার এস.এস.কে.এম হাসপাতালে; ৬। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৬০ সালের ২০ আগস্ট, ডাকার, বাওবাব বৃক্ষ; ৭। ইউরোপ, ১৯৯১ সালের ২১ আগস্ট, রিগা, ২৩ লক্ষ মাত্র; ৮। ১৯৪০ সালের ২১ আগস্ট, ফ্রাঙ্ক জনসন নামে এক ফরাসি ইহুদির হাতে; ৯। ১৭৭০ সালের ২২ আগস্ট, ক্যাপ্টেন জেমস্ কুক, ১৮৫১ সালের ২২ আগস্ট; ১০। ১৯১৫ সালের ২২ আগস্ট, মৃত্যু ১৯-০৫-১৯৯৭; ১১। ১৯৩০ সালের ২২ আগস্ট; ১২। খ্রিস্টপূর্ব ৭৯ সালের ২৪ আগস্ট, ৩৬ বার, ১৯৭৯ সালের ২৪ আগস্ট।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সেখ শাজাহান, পিতা - সেখ নূর মহম্মদ, গ্রাম - গোপাল নগর, পোঃ - শ্রীপল্লী, থানা ও জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২০ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম ARIYAN SEKH, পিতা - SEKH SAJAHAN, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত Sk. ARIF, পিতা - SK. SAJAHAN নথিভুক্ত আছে। ARIYAN SEKH এবং Sk. ARIF এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সন্তোষ মাহাতো, পিতা - আনন্দ মাহাতো, হাটতলা, বোলপুর, পো ও থানা - বোলপুর, জেলা - বীরভূম। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফাস্টক্লাস, বোলপুরের নিকট এক এফিডেবিট বলে আমি ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম SANTOSH MAHATO, যা আমার ভোটর কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। আমার পুত্রের নাম OM MAHATO যা তার জন্মশংসপাত্রে ভুলবশত OHAM MAHATO নথিভুক্ত হয়েছে এবং পিতার নাম SANTOSH MAHATO-র পরিবর্তে SONTOSH MAHATO নথিভুক্ত হয়েছে। OM MAHATO এবং OHAM MAHATO, পিতা - SANTOSH MAHATO এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি হাসিবুল মল্লিক, পিতা - কাশেম আলি মল্লিক, গ্রাম ও থানা - ইন্দাস, জেলা - বাঁকুড়া। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২৪ আগস্ট, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম MOHAMMAD INJAMAM MALLICK যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত RAMIZ MALLICK নথিভুক্ত হয়েছে। MOHAMMAD INJAMAM MALLICK এবং RAMIZ MALLICK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

সাধারণ ধর্মঘট সফল করতে জেলা জুড়ে প্রচার

—প্রথম পাতার পর

বাঁধ গীর্জাপাড়া, কাঠগাদা, রাজপাড়া অঞ্চলে জাঠা সংগঠিত হয়।

২৪ আগস্ট সি আই টি ইউ ও এ আই টি ইউ সি-র যৌথ উদ্যোগে মহাবীর থেকে দামোদ পর্যন্ত পদযাত্রা সংঘটিত হয় পদযাত্রা। উপস্থিত ছিলেন বংশগোপাল চৌধুরী, কিশোর ঘটক, রুনু দত্ত, প্রশান্ত মুখার্জী, এ আই টি ইউ সি-র পক্ষে গোবিন্দ রাউত, অমর বাউরি প্রমুখ। জে. কে নগর বাজার অঞ্চলে ধর্মঘটকে সামনে রেখে মিছিল সংঘটিত হয়। মিছিল শেষে জে কে নগর বাজার এলাকায় পথসভা সংগঠিত হয়।

দুর্গাপুর : ২৩ আগস্ট দুর্গাপুরে ধর্মঘটের সমর্থনে সি আই টি ইউ-এর ডাকে ইস্পাতনগরীতে দুটি সুসজ্জিত বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পদযাত্রাটি রঘুনাথপুর থেকে শুরু হয়ে এ'জোনের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্রমা করে স্টিল মার্কেট সংলগ্ন পাঁচমাথা মোড়ে এসে শেষ হয়। দ্বিতীয় পদযাত্রাটি সেইল আবাসন অঞ্চলের কবিগুরু মোড় থেকে শুরু হয়ে সি'জোনের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে তিলক ময়দানে এসে শেষ হয়।

গুসকরা : ২৭ আগস্ট নবান্ন অভিযানকে সর্বাত্মক করার উদ্দেশ্যে আজ গুসকরায় শেষ প্রস্তুতিসভা হলো গুসকরা সি পি আই(এম) জোনাল কমিটির উদ্যোগে।

এই সভায় জোনাল, লোকাল, শাখা সম্পাদকরা ছাড়াও গণ-সংগঠনের নেতৃত্বরা বিশাল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় এলাকায় আরো ব্যাপক আকারে সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করে অভিযানে জমায়েত হওয়ার জোর আওয়াজ তোলা হয়।

বর্ধমান : ১৭টি পেনশনার্স সংগঠন ২০ আগস্ট রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে এক কনভেনশনের মাধ্যমে পেনশনার্স ২ সেপ্টেম্বর বন্ধের পক্ষে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অশোক চ্যাটার্জী। মুখ্য বক্তা ছিলেন ১২ জুলাই কমিটির অন্যতম প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক শিবশঙ্কর রায়। ব্যাঙ্ক, বিমা, প্রতিরক্ষা, রেল প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্তরা অংশ নেয়।

দুর্গাপুর

মেমারি

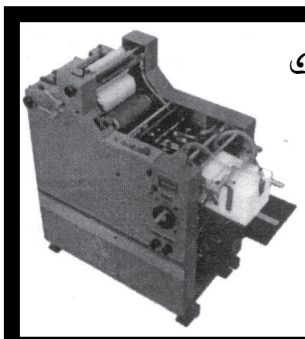

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

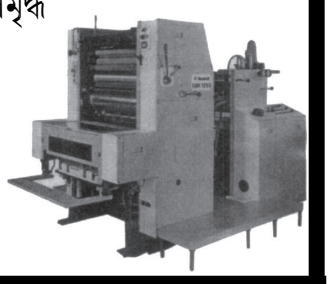

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা